



শ্রমিক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০১৫ • দ্বিতীয় বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা

সামাজিক সুরক্ষা মাস উপলক্ষে
২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে
রাজ্যের ৬টি অঞ্চলে
‘শ্রমিক মেলা’



ববর প্রথম পাতায়



সামাজিক সুরক্ষা মাস উদ্‌যাপন ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে রাজ্য জুড়ে শ্রমিক মেলা

শ্রম দপ্তরের নানাবিধ কার্যসূচির লক্ষ্য পূরণে উৎকৃষ্টতা অর্জনের জন্য স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৪-১৫



ফেব্রুয়ারী ২০১৫, কলকাতার শ্রমিক মেলায় সুবিধা প্রদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

শ্রম কমিশনারেট সূত্রে জানা গেছে যে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে সামাজিক সুরক্ষা মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে ‘শ্রমিক মেলা’। তারই উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়েছে। রাজ্যের অসংগঠিত স্তরে অবস্থানরত শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা, তাঁদেরকে বিভিন্ন সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত করা এবং নথিভুক্ত শ্রমিক ও তাঁর পরিবারকে প্রাপ্য সুবিধা প্রদানই হল এই মেলা আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শও দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূচিস্থিত পরিকল্পনায় বিভিন্ন জেলার সমন্বয়ে গঠিত ছয়টি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে এই ‘শ্রমিক মেলা’। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক এবং শ্রম দপ্তরের সকল স্তরের আধিকারিকগণ এই মেলায় উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য যে গত ফেব্রুয়ারী ২০১৫, মিলন মেলা প্রাঙ্গনে কলকাতা জেলার তিন দিনব্যাপী ‘শ্রমিক মেলা’র উদ্বোধন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া বলেছিলেন যে রাজ্যে উন্নয়নশীল ধরনের জীবিকার সাথে যুক্ত আছে সমাজে পিছিয়ে থাকা অসংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়। ‘সামাজিক বন্ধু’ হিসাবে তাঁদেরকে আখ্যা দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি কাজ করেন। তাঁদের জন্যই সমাজ চলে, জগৎ চলে, আমরা চলি। তাঁদের অভাবে সমাজ সংসার অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাঁরা ভাল থাকলে আমরাও ভাল থাকব। তাঁরই আন্তরিক শুভ কামনায় অসংগঠিত স্তরের এই শ্রমিকদের জন্য এই মেলা পুনরায় আয়োজন করা হয়েছে।

আঞ্চলিক শ্রমিক মেলার নির্ধারিত সূচী নীচে দেওয়া হল :

অঞ্চল	যোগদানকারী জেলা	অনুষ্ঠানস্থল	তারিখ
কোচবিহার	কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি	রাসমেলা প্রাঙ্গণ, কোচবিহার	১৬-১৮ই জানুয়ারি
বালুরঘাট	মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর	কো-এড কলেজ প্রাঙ্গণ, বালুরঘাট	১৭-১৯ জানুয়ারি
ডায়মন্ড হারবার	দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা	ফকিরচাঁদ কলেজ প্রাঙ্গণ, ডায়মন্ড হারবার	১৮-২০ জানুয়ারি
বারাসাত	উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া	শতদল সত্ব প্রাঙ্গণ, বারাসাত	২০-২২ জানুয়ারি
ডেবরা	পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া	হরিমতী সরস্বতী বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণ, ডেবরা	২১-২৩ জানুয়ারি
পানাগড়	হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও বীরভূম	বীরভূমিয়া লালবাবা আশ্রম সংলগ্ন প্রাঙ্গণ, পানাগড়	২২-২৪ জানুয়ারি

গত ২২.৯.২০১৫ কলকাতার ভারত চেশ্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি’র উইলিয়ামসন মেগার হলে অনুষ্ঠিত হল ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে শ্রম দপ্তরের নানাবিধ কার্যসূচির লক্ষ্য পূরণে উৎকৃষ্টতা অর্জনের জন্য শ্রম কমিশনারেটের বিভিন্ন কার্যালয়ের আধিকারিকদের স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়, মাননীয় শ্রমসচিব শ্রী অমল রায় চৌধুরী, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। উৎকৃষ্টতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত তুলনাই নয়, যে স্বতন্ত্র ভাবনাচিন্তা এবং বিশেষ কর্মকুশলতার মেলবন্ধনে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেই বিষয়গুলিও গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে যাতে আগামীতে শ্রম আইনের যথার্থ প্রয়োগ এবং বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে এর প্রতিফলন

ঘোষ এবং সৈয়দ হাসান আসকারী মহাশয়। শ্রম মহাধ্যক্ষের কাছে পেশ করা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের অন্যতম ছিল রাজ্যের আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয় সমূহকে দুই ভাগে অর্থাৎ ‘শিল্প সমৃদ্ধ ও শহর অঞ্চল’ এবং ‘অবশিষ্ট অঞ্চল’ হিসাবে বিভক্ত করা। প্রদত্ত নির্দেশিকার ভিত্তিতে পরবর্তী স্তরে প্রথম তিন সেরা কার্যালয় নির্বাচন করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটি গঠিত হয়েছিল যার সদস্যরা ছিলেন অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ সৈয়দ হাসান আসকারী, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী শর্মিলা খাটুয়া, উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী হীরালাল রায় ও শ্রী কিংসুক সিন্হা, এবং সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী ত্রিদিবেশ চ্যাটার্জী মহাশয়। তাঁরা শ্রম মহাধ্যক্ষের কাছে তাঁদের মূল্যায়ন পেশ করেছিলেন।

শ্রম কমিশনারেটের ঘোষিত ফলাফল অনুসারে দেখা যায় যে বিভাজিত দুটি অঞ্চলেই চারটি বিচার বিষয়ের ভিত্তিতে আঞ্চলিক শ্রম



ঘটনো যায়। বিগত দু বছর ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই মূল্যায়ন অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা গেছে যে শ্রম কমিশনারেটের আধিকারিকগণ প্রায়শই এক লক্ষ্যমাত্রা স্পষ্ট করে ক্রমশঃ আরও উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার নিকটবর্তী হচ্ছেন। এই স্বীকৃতি প্রদানের ফল আশাব্যঞ্জক হওয়ায় স্থির হয়েছে যে আগামীদিনেও এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে।

২০১৪-১৫ সালের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মানদণ্ড স্থির করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটি গঠিত হয়েছিল যার সদস্যরা ছিলেন অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ স্তরে কর্মরত আধিকারিক ডঃ মহম্মদ নাসিম, শ্রী পশুপতি

কার্যালয় সমূহের মান নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে ‘শিল্প সমৃদ্ধ ও শহর অঞ্চল’ এ অবস্থিত দপ্তর গুলির মধ্যে কলকাতা সদর (শ্রম আইন এবং ন্যূনতম মজুরি), ব্যারাকপুর, বারুইপুর, মালদা এবং চন্দননগর এক বা একাধিক পুরস্কার লাভ করেছে। ‘অবশিষ্ট অঞ্চল’ এর মধ্যে অবস্থিত দপ্তরগুলির মধ্যে তামলুক, কান্দি, জঙ্গিপুর, পুরুলিয়া (পশ্চিম), ডোমকল, কালনা, তেহট, বীরপাড়া একটি করে পুরস্কার পেয়েছে। মোট ১৬টি স্মারক-ট্রফি প্রদান করে এই কার্যালয় সমূহের কর্মধারা কে অভিনন্দিত ও সম্মানিত করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় ব্রত লয়ে এগোচ্ছে আমাদের রাজ্য

আরও একটা বছর শেষ হয়ে এল। নতুন বছরের দোরগোড়ায় আমরা। এবার হিসেব নিকেশের পালা। চার পাশের ছড়ানো-ছোটনো সূত্রগুলোকে যুক্তি দিয়ে গেঁথে মূল্যায়ন করার পালা। কেমন আছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ? উন্নয়নের প্রগতি-চিত্র কি মলিন না আশা দিয়ে ঘেরা?

বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রমাগত বৃদ্ধি হল উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। উন্নয়ন মানেই যেমন শুধুমাত্র বৃদ্ধি নয়, ঠিক তেমনই বৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন ঘটার যো নেই। সি এস ও'র সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৪-১৫ এই রাজ্যে কৃষি, পরিবেশ এবং সার্বিক মাথাপিছু আয়ের গড় বার্ষিক বৃদ্ধিহার ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ অর্থাৎ পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের তুলনায় বেশ বেশী। রাজ্য সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ২০১৪-১৫ সালে এই রাজ্যে মাথাপিছু আয়, শিল্প এবং কৃষি, বনজ ও মৎস্য উৎপাদনে বৃদ্ধির হার গড় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক ওপরে আছে।

প্রশাসনিক কার্যকারিতা আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা

গত ১০.০৯.২০১৫ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত সভা গৃহে প্রশাসনিক কার্যকারিতার সার্থক উত্তরণ ঘটানোর বিষয়ে এক দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিম মেদিনীপুরে কর্মরত শ্রম দপ্তরের সকল সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ এবং সকল ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকগণ এই কর্মশালায় যোগদান করেছিলেন। শ্রম দপ্তরের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের আদর্শ রূপায়ণই এই কর্মশালার প্রেক্ষাপট। কর্মশালার প্রারম্ভিক পর্বে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) এবং মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) মহাশয়।

খড়গপুরের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী কল্লোল দত্ত স্বাগত ভাষণে এই জেলার প্রগতি-চিত্র পেশ করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে সাম্প্রতিক কালে এই জেলায় শ্রমিক সাধারণের পরিবেশা গ্রহণ অনায়াস এবং সহজ লভ্য করার তাগিদে ঝাড়গ্রাম ব্যতীত অন্যান্য সকল আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ে কাজের দিনে আঞ্চলিক শ্রমিক সহায়তা ফোন নম্বর,

এবারে আমরা উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শ্রম দপ্তরের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টিপাত করব। ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ এই দুই সময়কালের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে বর্তমান সরকারের আমলে সাসপফাউ প্রকল্পে উপকৃত শ্রমিকের সংখ্যা আড়াই গুণ বেশি, অর্থ ব্যয় হয়েছে নয় গুণেরও বেশি। নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে উপকৃত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৫০ গুণ এবং ব্যয় ২১৬ গুণ বেশি। উপকৃত পরিবহণ শ্রমিকদের সংখ্যা বহু হাজার গুণ বেশি। পূর্বের তুলনায় গত চার বছরে ধর্মঘট জনিত কারণে জন্য শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে ৪৫ গুণেরও কম। ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পের সূচনা, ই এস আই হাসপাতাল সমূহের পরিকাঠামোগত উন্নতি, স্বচ্ছ লেনদেনের জন্য শ্রমিকদের ‘সামাজিক মুক্তি কার্ড’ বিতরণ সহ উল্লেখিত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শ্রম দপ্তরের রাস্ত্রীয় পরিকল্পনা ব্যয় গত চার বছরে সোয়া তিনগুণ বেশি হয়েছে। রাজ্যের সকল ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধিকে অর্থনীতিবিদরা দ্রুততর উন্নয়ন বলছেন।

সাক্ষা কার্যালয় ইত্যাদি নানা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে, যার মূল সূর হল ‘শ্রমিকের সাথে, শিল্পের পাশে’। কেবলমাত্র প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উত্তরণ ঘটানো নয়, পরিবেশা প্রদানের আন্তরিকতা যেন সুবিধা প্রাপকদের হৃদয় স্পর্শ করে, তাদের জীবনের অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। নিয়মমাফিক পদ্ধতিতে শুধু লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নয়, কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে হৃদয়কেও। উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা শাসকদ্বয় এই ভাবনা এবং উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এই কর্মশালায় যোগদানকারী পশ্চিম মেদিনীপুরের শ্রম আধিকারিকগণ এক প্রস্থ পারস্পরিক মত বিনিময়ে শেষে অনুভব করতে পারেন তাঁদের কিছু ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা যা তাঁদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে অন্তরায় হয়েছে। কিছু অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের ধারণা দৃঢ় হয় যে কেবলমাত্র অন্তঃস্বল্প থেকে পরিচালিত হলেই বিকশিত হতে পারে প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা এবং এই জন্য মনের ভেতরের জগৎ এবং বাইরের জগতের মধ্যে সাযুজ্য রক্ষা করা খুবই দরকারী।



পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের কিছু সাম্প্রতিক কর্মসূচি



পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ সারা বছর ব্যাপী নথিভুক্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং সৃষ্ট মানসিক বিকাশের জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রশাসনিক ক্যাডেলের অনুসারে সাম্প্রতিক কালে পালিত হওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলঃ

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের পরিচালনায় গত ৬.৯.২০১৫ হাওড়ার বেলেড়ো সদ্য সংস্কার হওয়া আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল ‘বসে আঁকো প্রতিযোগিতা’। কাছাকাছি বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পরিবার থেকে আসা ৯৭ জন ক্ষুদ্রে প্রতিযোগী এই আঁকার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। কচি-কাঁচাদের এই আনন্দমেলার দর্শক ছিলেন বহু মানুষ। বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেছিলেন কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক মহাশয়।

কার্যম প্রতিযোগিতা

উত্তর ২৪ পরগনার পাটুলিয়ার আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে গত ১৫.১১.২০১৫ অনুষ্ঠিত হল কার্যম প্রতিযোগিতা। ভগ্নদশা কাটিয়ে সম্প্রতি নবসাজে সজ্জিত হয়েছে এই আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রটি। এই দিন তারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। পাটুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, খরদহ পৌরসভার সহ

সভাপতি এবং স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য শিবির

গত ২৮.১১.২০১৫ দার্জিলিং এর বাগডোগরায় কিরণ চন্দ্র চা বাগানের শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে এক উচ্চ মানের স্বাস্থ্য শিবির পরিচালিত হয়েছিল। কাছাকাছি চা বাগানের শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই শিবিরের উদ্দেশ্য। এই শিবিরের সূচনা করেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। সম্প্রতি শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ পরিচালিত দার্জিলিং হলিডে হোমটির সর্বাঙ্গীন সংস্কার করা হয়েছে। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী এই দিন এই হলিডে হোমটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শ্রমিকদের অবকাশ যাপনের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

হুগলী জেলার শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রের পরিচালনায় গত ২৭.১২.২০১৫ রিষড়ার জয়শ্রী টেন্ডারহিলস মাঠে অ্যাথলিটদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। প্রায় ৩২০ জন নথিভুক্ত শ্রমিক ও তাঁদের সন্তানরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। কল্যাণ মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক এবং শিল্প ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন।

সাম্প্রতিক খবর বয়লার ও কারখানা অধিকার

বয়লার অধিকার সূত্রে জানা গেছে যে উন্নততর পরিবেশা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন বছরের গোড়াতেই চালু হতে চলেছে বয়লার অধিকারের নিজস্ব এক ওয়েব পোর্টাল (www.wbboilers.gov.in)। বয়লারের নিবন্ধীকরণ, লাইসেন্স নবীকরণ সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলী শীঘ্রই অন লাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে। উল্লেখ্য যে গত অগাস্ট ২০১৫ শ্রম কমিশনারেট নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল চালু করেছে (wbic.gov.in) এবং ২০১৪ থেকে কারখানা অধিকারের বিভিন্ন পরিষেবা অন লাইনের (wbfactoryonline.in) মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (No. 994 LW/4L-5/15, Date

31.12.2015) কারখানা বিধি, ১৯৫৮ এর সংশোধনের ফলে এখন থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ এক বছরের পরিবর্তে তিন বছরের ফি একসাথে জমা দিয়ে তিন বছরের জন্য কারখানার লাইসেন্স নবীকরণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে শ্রমদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (No. 196-Emp, Date 18.06.2015) অনুসারে কারখানা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কারখানা আইন, ১৯৪৮ নির্দেশিত বিভিন্ন ভাষ্যের সত্যতা Self Certification এর মাধ্যমে জানানো যাবে। বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোগপতিগণ যাতে সহজ সরল পদ্ধতি মেনে স্বচ্ছন্দে কারখানা পরিচালনা করতে পারেন সেই জন্যই মূলতঃ এই সিদ্ধান্ত।

শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বাৎসরিক আনন্দমেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৫



গত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৫ কলকাতা শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন তথা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে মৌলালীর কাছে সি আই টি রোডের রামলীলা মাঠে জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পের অধীন কলকাতা জেলার বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিশুদের জন্য অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫।

৩৮টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আসা ২২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রায় ১১০ জন প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য পদাধিকারী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় পতাকা উত্তোলন এবং মশাল জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে তিনি শিশু শ্রমিক নিয়োগের নানা অন্ধকার দিকের কথা উল্লেখ করেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সামাজিক ব্যাধি থেকে আমরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারবো এই আশা প্রকাশ করেন।

এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সূচির মধ্যে ছিল ৫০ ও ১০০ মিটার দৌড়, চামচ-মার্বেল দৌড়, বিস্কুট দৌড়, 'যেমন খুশি সাজো' এবং প্রশিক্ষকদের জন্য 'মিউজিক্যাল চেয়ার' প্রতিযোগিতা। এই বিভিন্ন রকম খেলার বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার, মেডেল এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী শিশুদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী আজিজ রসুল, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় ডঃ মহম্মদ নাসিম, চন্দননগরের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত, হাওড়ার উপশ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী রজত পাল ও শ্রম কমিশনারের বিদ্যমান কার্যালয়ের আধিকারিকগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন কলকাতা শিশু শ্রমিক পুনর্বাসন তথা কল্যাণ সমিতির সম্পাদক ও উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীমতী মনীষা ভট্টাচার্য।

এবারে শ্রমিক বাড়ির স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ঝাড়গ্রামে অভিনব সচেতনতা শিবির

রাজ্যের অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবস্থানরত শ্রমিকদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে শ্রম দপ্তর বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ করে চলেছে। শ্রমিকদের এই বিষয়ে সচেতন করতে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি নানা ব্যতিক্রমী প্রয়াসও নেওয়া হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী তাপস কুমার দত্ত ও পরিদর্শক শ্রী অভিজিৎ দাসের পরিচালনায় এক নতুন এবং ভিন্ন পথে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্বন্ধে শ্রমিক পরিবারকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হল।

গত ১১.২.২০১৫ তারিখে ঝাড়গ্রামের সেবায়তন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সহজ সরল ভাবে তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা বোঝানো হল। প্রধানত তেল-কল, দোকান, নির্মাণ ও পরিবহন ক্ষেত্রে এই সকল ছাত্র পিতা মাতার কর্মরত আছেন। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নানাবিধ সুবিধার আওতায় তাদের পিতামাতারা যদি আসেন সেক্ষেত্রে কিভাবে তাদের সংসারের সমস্যা লাঘব হতে পারে, কিভাবে সহজেই

চিকিৎসা-সহায়তা মেলা সম্ভব, কিভাবে তাদের উচ্চ ক্রাসের পড়াশুনাও নির্বিঘ্নে হতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা পূরণ করা হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন সুরক্ষা প্রকল্পের প্রাপ্য সুবিধা তাদের পিতামাতা, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে জানাতে বলা হয়েছে। যদি তাদের পিতা মাতারা শ্রমদপ্তরের কার্যালয়ে আসতে ইতস্তত করেন বা কোনো খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চান সেক্ষেত্রে এই ছাত্ররা যাতে উদ্যোগী হতে পারে সেজন্য তাদেরকে যোগাযোগের ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগের মূল ভাবনা হল স্কুল পড়ুয়ারা সহজেই তাদের পিতা মাতার কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা বোঝাতে পারবে। পরিবারের কাছে তাদের দেওয়া মতামতের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি এবং সুরক্ষা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য তাদের মাধ্যমে বহুল প্রচারিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আগামী দিনে পশ্চিম মেদিনীপুরের শ্রম কার্যালয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাছেও এইভাবে পৌঁছানোর উদ্যোগ বজায় রাখবে।

চা-বাগানের সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন সরকারি দফতরের সম্মিলিত পদক্ষেপ

গত ৩০.১২.২০১৫ শিলিগুড়িতে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে রাজ্যের তরফে চা-শ্রমিকদের যা যা করার দরকার তার সবটাই চেষ্টা করা হচ্ছে। একশো কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে কিছুদিন আগেই। দুটাকা কেজি দরে শ্রমিকদের চাল দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানার বাগানেও সহায়তা প্রদান চলছে। কেন্দ্রীয় আইনে চা-বাগান পরিচালিত হয় তাই চা-বাগানের সার্বিক সঙ্কট মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই আইন সংশোধন করতে হবে। চা-বাগানের সঙ্কট মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিক এবং বহিরাগত, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা আত্মীয়-পরিজনদের সমস্যা এক নয়। তাই আলাদা আলাদা ভাবে এর সমাধান করতে হবে।

উল্লেখ্য যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গত ৬.১১.২০১৫ 'নবান্নে' চা-বাগানের সমস্যার সমাধানে এক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগোষ্ঠী চা-বাগানের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছিলেন। এই মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্যরা হলেন অর্থ ও শিল্প দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত মিত্র, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুরত মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক, বিদ্যুৎমন্ত্রী মাননীয় শ্রী মনীষ গুপ্ত, উত্তর বঙ্গ

উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী গোতম দেব এবং কৃষি মন্ত্রী মাননীয় শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়। জানা গেল যে ডানকান গোষ্ঠী সহ উত্তরবঙ্গের তিরিশটি রপ্তা চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য রেশন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অসুস্থদের জন্য ওষুধ এবং বাগান শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কৃষি বা শ্রম দপ্তর ছাড়াও বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও অর্থ সহ একাধিক দফতরের সমন্বয়ে বাগান শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। যেমন তফসিলি ও অনগ্রসর দফতরের মাধ্যমে রাজ্যের ছয় হাজার চা-বাগান শ্রমিককে পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে। শীতের মরশুমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে।

গত ৮ই ডিসেম্বর শিলিগুড়ির 'উত্তরকন্যা' মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক তাঁর দপ্তরের আধিকারিক, চা-বাগান মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠক শেষে জানান যে একশো কোটি টাকার তহবিল থেকে বন্ধ বা সমস্যা জর্জরিত চা-বাগানের পুনরুজ্জীবনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে শ্রম দপ্তর পরিচালিত বন্ধ কারখানা এবং পরিত্যক্ত চা-বাগানের জন্য 'ফাউন্ডাই' প্রকল্পে ১.১০.২০১৫ তারিখ হতে আলিপুরদুয়ার জেলার মধু চা-বাগান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সমস্ত চা-বাগান শীঘ্রই খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩-র আওতাভুক্ত হবে।

শিশু শ্রম অবসানের বার্তা দিতে নদিয়ার ৬৫ কিমি পথ ধরে বাইক র্যালি

গত ২৯শে নভেম্বর ২০১৫ এক অভিনব পদ্ধতিতে শিশু শ্রম বন্ধের বার্তা পৌঁছিয়ে গেল নদিয়া জেলার শহর থেকে গ্রামে। শতাধিক মোটর বাইকে এক দল যুবক 'স্টপ চাইল্ড লেবার' টা-সার্ট পরিধান করে সামিল হয়েছিলেন এই র্যালিতে। নজরকাড়া পোস্টার ফেস্টুন ছিল র্যালির সাথে। সহায়তার হাত বাড়িয়েছিল নদিয়া জেলা পুলিশ ও প্রশাসন, রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর ও চাইল্ড লাইন। নদিয়ায় বড় জাগলিতে মোহনপুর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে থেকে জেলা সদর কুশনগর পর্যন্ত প্রায় ৬৫ কিমি পথ অতিক্রম করেছিল এই র্যালি। অভিযানের সূচনা করেছিলেন নদিয়ার ভারপ্রাপ্ত

উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী সন্দীপ নন্দী। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে জড়ো হওয়া অসংখ্য উৎসাহী মানুষদের ভিড়ে শিশু শ্রম বন্ধ করার লিফলেট বিলি করতে করতে এগোতে থাকে এই র্যালি। বাইক র্যালি কুশনগর পৌঁছানোর পর '৮৯ বি উই টুগেদার' স্লোগানে সারা সন্ধ্যা এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী শঙ্কর নন্দ মহাশয়। রানাঘাটের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী বিতান দে এই প্রসঙ্গে জানান যে গত এক বছরে শ্রম দপ্তর ১৫ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করেছে এই সমস্যা নিমূল হয়নি। তাই প্রয়োজন রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির।



আরও আধুনিক হল মানিকতলার ই এস আই হাসপাতাল একগুচ্ছ নতুন পরিষেবার উদ্বোধনে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী



গত ১৪.১০.২০১৫ মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালে এক গুচ্ছ নতুন পরিষেবা প্রদানের শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। তিনি জানান যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে মানিকতলা ই এস আই হাসপাতাল অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষদের উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা লাভের জন্য দক্ষিণমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে আসবে।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সাধন পাণ্ডে মহাশয়। দেবীপক্ষে সাধারণ মানুষের এই প্রাপ্তির জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ই এস আই নিগমের (পূর্বাঞ্চল) বরিশত চিকিৎসা আয়ুক্ত ডাঃ সমীর কুমার চৌধুরী আগামীদিনের নানা পরিকল্পনার কথা জানান। পশ্চিমবঙ্গ ই এস আই (এম বি) প্রকল্পের অধিকর্তা শ্রী মুগাঙ্ক শেখর কর এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটির পৌরহিত্য করেছিলেন।

মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের অধীক্ষক ডঃ ময়ূখ রায় এই হাসপাতালের সদ্য উদ্বোধন হওয়া নতুন পরিষেবা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানানলেনঃ

● আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাঘর : ৪২০০ স্কোয়ার ফুট স্থান জুড়ে এবং প্রায় ৭৬ রকমের আধুনিক সরঞ্জাম সম্বলিত এই আধুনিক রান্নাঘরের ব্যবস্থা খুবই অনন্য এবং সরকারি হাসপাতালে বিরল। ৫০০ শয্যার এই

হাসপাতালে রোগীদের দৈনিক পথ্য আরও বেশী স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রস্তুত করার জন্য ম্যানিফোল্ড গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা সহ উচ্চমানের ওভেন ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এখন এই রান্নাঘর যে কোন সময়ে পরিষেবা দিতে সক্ষম। এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রায় ১.৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ● স্বয়ংক্রিয় লন্ডি সিস্টেম : ১.৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত পূর্ব ভারতের সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এই লন্ডি আধাঘণ্টা সময়ের মধ্যে ২১০ কেজি জামাকাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করার ক্ষমতা সম্পন্ন। আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার জন্য এখানে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন কম। কার্য ক্ষমতা বেশী হওয়ার দরুন অন্যান্য হাসপাতালের প্রয়োজনও এই লন্ডি মেটাতে সক্ষম। ● ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন : আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য এই মেশিনটি (500mA-Digitalized X-Ray Machine) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

● রোগীর আত্মীয় পরিজনদের জন্য প্রতীক্ষালয় : পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা যুক্ত এই প্রতীক্ষালয়টি প্রায় ৫২০ স্কোয়ার ফুট স্থান জুড়ে তৈরি হয়েছে। ● নার্সিং ছাত্রী নিবাস : নার্সিং কোর্সে পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন নবনির্মিত চল্লিশ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস চালু হল।

শ্রম দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সিনার্জি-২০১৫, দুর্গাপুর

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিজ্ঞাততর বিকাশের লক্ষ্যে গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর দুর্গাপুর হাট, সিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল সিনার্জি-২০১৫, দুর্গাপুর। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর। বর্ষমানের দুর্গাপুর, আসানসোল, রানীগঞ্জ এবং বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি দফতর এবং সংস্থা এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। এই দফতরের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ এই বাণিজ্য সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন এবং

তিনি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে লক্ষ্যকারীদের আদর্শ গন্তব্যস্থল হিসাবে চিহ্নিত করেন। দুই দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে শিল্প ক্ষেত্রের সাথে সরাসরি ভাবে যুক্ত নানা ক্ষেত্র যেমন অর্থ, দক্ষতা-বৃদ্ধি, বিপণন, বিধিবদ্ধ পালনীয় কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে নানা মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। ভাবী উদ্যোগপতিদের জন্য এই আলোচনায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা অংশ নিয়েছিল। সম্মেলনের প্রথম দিন অপরাহ্নে

পরবর্তী অংশ তৃতীয় কলমে

শ্রমজীবী মানুষের আইনসিদ্ধ ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রচারিত, আইনানুগ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক - অধিকর্তা, এস এল আই কর্তৃক পি-গ্রি, সি আই টি স্ট্রিম, সোডেন-এম, মানিকতলা মেইন রোড, কঁকুড়াগাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

সম্পাদক - অধিকর্তা, এস এল আই

ডায়মন্ড হারবার মহকুমা অন লাইনে SASPFUW প্রকল্পে পরিষেবা প্রদানের সূচনা

ডায়মন্ড হারবারের সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী সুদীপ্ত সামন্ত জানান যে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রথম এবং সারা রাজ্যে দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার অধীনে থাকা শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রটি সাসপফাউ প্রকল্পে নথিভুক্ত সকল শ্রমিকদের তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষিত করেছে।

এই সাফল্য অর্জনের প্রেক্ষাপটে গত ৬.১১.২০১৫ ডায়মন্ড হারবার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এক জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অন লাইন পদ্ধতিতে সাসপফাউ প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা, পরিষেবা প্রদান এবং 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন রাজ্য শ্রম

শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু, উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ সারথি চক্রবর্তী, শ্রী কিংগুক সিনহা, শ্রী দেবশিশু দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিগণ।

এই অনুষ্ঠানে নথিভুক্ত শ্রমিকগণ কিভাবে 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' ব্যবহার করে তাঁদের সকল তথ্য জননে পারবেন তা হাতে কলমে বোঝানো হয়েছে।

কলকাতা (দক্ষিণ) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী দেবশিশু দাশগুপ্ত এই ডিজিটাইজেশন পদ্ধতি দ্রুত রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ সারথি চক্রবর্তী, সহ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী দেবজ্যোতি বোস, নূনতম মজুরি



প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রীমতী রীনা টারগেন মহোদয়া। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে অংশ নিলেন বিধানসভার সদস্য শ্রী দীপক কুমার হালদার, শ্রম কমিশনারেটের অর্থ ও নিরীক্ষা নিয়ামক

পরিদর্শক শ্রীমতী অনামিকা দত্ত বিশ্বাস, সি কে সি ও শ্রী জনি পাল ও শেল কম্পিউটার সংস্থার শ্রী সুমন দাস কে স্মারক উপহার প্রদান করে তাঁদের কর্মকৃশলতাকে স্বীকৃতি জানান।

দ্বিতীয় কলমের পর

সিনার্জি-২০১৫, দুর্গাপুর



'বাধ্যতামূলক পালনীয় কর্তব্য' বিষয়ে এক আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন দুর্গাপুরের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী।

এই বাণিজ্য সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রম আইন নির্দেশিত তথ্যাবলী সরাবরাহ করা এবং পালনীয় বিষয় সমূহ অবগত করানোর জন্য শ্রম দপ্তর দুটি সহায়তা শিবির পরিচালনা করেছে। এই দুই শিবিরে শ্রম দপ্তরের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিকার অর্থাৎ কারখানা, বয়লার, ই এস আই

ও কর্ম নিয়োগ অধিকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে দুর্গাপুরের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এই দুই শ্রম শিবিরেই বিনিয়োগে ইচ্ছুক অনেক উদ্যোগী ব্যক্তি নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, শ্রম আইন বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন। এই সম্মেলনে শ্রম দপ্তরের উজ্জ্বল উপস্থিতি সকল স্তরেই অভিনন্দিত হয়েছে।

শ্রমিক-সাথী সহায়তা নম্বর (হেল্প লাইন) : ১৮০০১০৩০০০৯